Sanatan Dharma

তর্পণ বধিি

পতিৃপক্ষে পুত্র কর্তৃক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হনি্দুধর্মে অবশ্য করণীয. একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানরে ফলইে মৃতরে আত্মা স্বর্গে প্রবশোধকিার পান। এই প্রসঙ্গে গরুড. পুরাণ গ্রন্থে বলা হয.ছে, “পুত্র বনিা মুক্তি নাই।” ধর্মগ্রন্থে গৃহস্থদরে দবে, ভূত ও অতথিদিরে সঙ্গে পতিৃতর্পণরে নর্দিশে দওেয়া হয.ছে মার্কণ্ডযে. পুরাণ গ্রন্থে বলা হয.ছে, পতিৃগণ শ্রাদ্ধে তুষ্ট হলে স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান ও দীর্ঘায়ু এবং পরশিষেে উত্তরপুরুষকে স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করনে।
বাৎসরকি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাঁরা অপারগ, তাঁরা সর্বপতিৃ অমাবস্যা পালন করে পতিৃদায. থকেে মুক্ত হতে পারনে। শর্মার মত,ে শ্রাদ্ধ বংশরে প্রধান ধর্মানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে পূর্ববর্তী তনি পুরুষরে উদ্দশ্যে পণি্ড ও জল প্রদান করা হয., তাঁদরে নাম উচ্চারণ করা হয. এবং গোত্ররে পতিাকে স্মরণ করা হয.। এই কারণে একজন ব্যক্তরি পক্ষে বংশরে ছয. প্রজন্মরে নাম স্মরণ রাখা সম্ভব হয. এবং এর ফলে বংশরে বন্ধন দৃঢ. হয.। ড্রক্সেলে বশি্ববদ্যিালয.রে পুরাতাত্ত্বকি উষা মনেনরে মতওে, পতিৃপক্ষ বংশরে বভিন্নি প্রজন্মরে মধ্যে সম্পর্ককে সুদৃঢ. কর।ে এই পক্ষে বংশরে বর্তমান প্রজন্ম পূর্বপুরুষরে নাম স্মরণ করে তাঁদরে শ্রদ্ধা নবিদেন কর।ে পতিৃপুরুষরে ঋণ হনি্দুধর্মে পতিৃমাতৃঋণ অথবা গুরুঋণরে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

..তর্পণ বধিি..
স্নানাঙ্গ-তর্পণ স্নানান্তইে করতিে হয়। স্নানান্তে পূর্বমুখে নদীতে নাভমিাত্র জলে দাঁড়াইয়া, যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে রাখিয়া তলিক ধারণ করবি।ে
তর্পণ শুরুতে আচমন ও বষি্ণু স্মরণ।
করজোড়েঁ ওঁ তদ্ বষি্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দর্বীব চক্ষুরা ততম্।। ওঁ বষি্ণুঃ, ওঁ বষি্ণুঃ,।
এই মন্ত্রে বষি্ণুকে স্মরণ করবিনে। আচমন পূর্বক তনিবার নমো বষি্ণুঃ বলধিা করজোড়ে বলবিনেঁ
নমঃ অপতি্রোবা, সর্ববাবস্থাং গতোহপবিা।
যঃ স্মরৎে পুণ্ডরীকাক্ষং, স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচঃি।
এই মন্ত্রে বষি্ণু স্মরণ করবিনে।

।।তীর্থ- আবাহন মন্ত্র।।

যজ্ঞোপবীত ডান স্কন্ধে রাখিয়া দক্ষণিাভমিুখে করজোড়ে নম্নিলখিতি মন্ত্রে তীর্থ-আবাহন করবিনে।
ওঁ নমঃ কুরুক্ষত্রেং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণচি ।
পুণ্যান্যতোনি তীর্থানি তর্পণ-কালে ভবন্তহি ।।

।।দবে-তর্পণ।।
পূর্বমুখে প্রথমে দবেতর্পণ করতিে হয়। যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে রাখিয়া বামহস্ত ও দক্ষণি হস্তরে অঙ্গুলরি করজোড়ে তাম্রকোষ ধরে তলি ও তুলসি সহযোগে নম্নিলখিতি মন্ত্রে প্রত্যকেকে এক অঞ্জলি জল দবিনে।
সন্ধ্যা করতিে না পারলিে সবর্বশষেে সূর্য্যার্ঘ্য দবিনে।

দবে-তর্পণঁ ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাম্।। ওঁ বষি্ণুস্তৃপ্যতাম্।।
ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাম্।। ওঁ প্রজাপতসি্তৃপ্যতাম্।

Published on: Jan, 14 2023 13:52

এরপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া পূর্বদিকে মুখকরে এক অঞ্জলি জল তিল ও তুলসি সহযোগে প্রদান করবনে।

ওঁ নমঃ দেবো যক্ষাস্তথা নাগা, গন্ধর্বাপ্সরসোহসুরাঃ।
ক্রুরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ, তরবো জৃম্ভগাঃ খগাঃ ।।
বিদ্যাধরা জলাধারা-স্তথৈবাকাশগামিনঃ ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে-ধর্মে রতাশ্চ যে ।
তেষাং আপ্যায়নায়তৈৎ, দীয়তে সলিলং ময়া ।।

বাংলা অনুবাদ□দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রুরস্বভাব জন্তু, সর্প, সুপর্ণ (গরুড়জাতীয় পক্ষী), বৃক্ষ, সরীসৃপ, সাধারন পক্ষী, বিদ্যাধর (কিন্নর), জলচর, খেচর, নিরাহার (ভূতাদি) এবং পাপে ও ধর্মকার্য্যরেত যত জীব আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমি এই জল দিতেছি ।

।। মনুষ্য-তর্পণ।।
দক্ষিণাবর্তে (ডানদিকে ঘুরিয়া) , উত্তরপশ্চিম মুখে (বায়ুকোণে) নিবীত হইয়া (যজ্ঞোপবীত মালার ন্যায় ঝুলাইয়া) নিম্নলিখিত মন্ত দুইবার পাঠকরিয়া দুই অঞ্জলি তিল ও তুলসিযুক্ত জল দিবেন ।

ওঁ নমঃ সনকশ্চ সনন্দশ্চ, তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ .
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব, বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখিস্তথা ।
সর্বে তে তৃপ্তমিায়ান্তু, মদ্দত্তে-নাম্বুদা সদা ।।
বাংলা অনুবাদ□সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল,আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখি প্রভৃতি সকলে মদ্দত্ত জলে সর্বদা তৃপ্তিলাভ করুন।

।। ঋষি-তর্পণ।।

এরপরে দক্ষিণাভিমুখে পুনরায় পূর্ববাস্য হইয়া উপবীতী অবস্থায় দৈবতীর্থ দ্বারা প্রত্যেকেকে এক অঞ্জলি তিল-তুলসি যুক্ত জল দিবেন।

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্তস্তৃপ্যতাং,

ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং,

ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং।

।। দিব্য-পিতৃ-তর্পণ।।
বামদিকে ঘুরিয়া দক্ষিণ মুখে, পৈতা দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া নিম্নোক্ত সাতটি মন্ত্র পড়ায়া প্রত্যেকেকে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবেন ।

1। ওঁ অগ্নিষ্বত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা- মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ ।

2। ওঁ সোম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা- মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ ।

3। ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা- মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ ।

4। ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা- মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ ।

5। ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা- মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ ।

6। ওঁ বর্হিষিদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা- মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ ।

7। ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা- মেতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ ।

।।যম- তর্পণ।।
নিম্নলিখিত মন্ত্রস্থ নামগুলির প্রত্যেকেরে যথাক্রমে পিতৃতীর্থদ্বারা দক্ষিণ-মুখে প্রাচীনাবীতি হইয়া ওঁ যমায় নমঃ বলিয়া এইভাবে তিন অঞ্জলি করিয়া স-তিল জল দিবেন

Published on: Jan, 14 2023 13:52

।

ওঁ নমঃ যমায় ধর্ম্মরাজায়, মৃত্যবে চান্তকায় চ, ববৈস্বতায় কালায়, সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ।
ঔডুম্বরায় দধ্নায়, নীলায় পরমষ্ঠেনিে, বৃকোদরায় চত্রিায়, চত্রিগুপ্তায় বৈ নমঃ ।।

।। পত্রি- আবাহন।।

তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত দক্ষণি মুখে প্রাচীনাবীতী অবস্থায় পরম ভক্তসিহকারে করপুটে বলবিনে –
ওঁ আগচ্ছন্তু মে পতিরঃ ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোহঞ্জলং । (গৃহ্ণন্তু অপঃ অঞ্জলং)

বাংলা অনুবাদ– হে আমার পত্রিগণ (পূর্ব্বপুরুষগণ) আসুন, এই অঞ্জলি পরমিতি জল গ্রহণ করুন।

আবাহনরে পরে পত্রিতীর্থযোগে নম্নিলখিতি প্রকারে গৌত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লখে করতঃ ভক্তসিহকারে পতিা, পতিামহ, প্রপতিামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পতিামহী, প্রপতিামহী, এই নয়জনরে প্রত্যকেকে তনি অঞ্জলি করয়িা সতলি জল দবিনে, মন্ত্রও যথাক্রমে তনিবার পঠি করবিনে ।
পরে মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, প্রভৃতকিে এক এক অঞ্জলি জল দয়িা, গুরু, জ্যঠো, খুড়া, বমিাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, জ্যঠেী, খুড়ী, পসি,িমাসী, মাতুল, মাতুলানী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভগ্নপিতি, জ্ঞাতি, প্রভৃতি প্রত্যকেকে এক অঞ্জলি সতলি-জল ।
গঙ্গাজলে তর্পণ করলিে '' এতৎ সতলি-গঙ্গোদকং'' বলবিনে নচেৎ সতলিোদকং বলতিে হইবে ।

বষ্ণিুরোঁ অমুক গোত্রঃ পতিা অমুক দবেশর্ম্মা তৃপ্যতামতেৎ সতলিগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

" " " পতিামহ " " " " " "
" " " প্রপতিামহ " " " " " "
" " " মাতামহ " " " " " "
" " " প্রমাতামহ " " " " " "
" " " বৃদ্ধপ্রমাতামহ " " " " " "
" " গোত্রা মাতা অমুকী দবেী " " " "
" " " পতিামহী " " " " " "
" " " প্রপতিামহী " " " " " "
" " " মাতামহী " " " " " "
" " " প্রমাতামহী " " " " " "
" " " বৃদ্ধপ্রমাতামহী " " " " " "

বশিষে উল্লখেযোগ্য এই যে উপরি লখিতি দ্বাদশ জনরে কহে জীবতি থাকলিে তাঁহাকে বাদদয়িে তৎ-উর্দ্ধব্রতন ব্যক্তকিে ধরয়িা দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করতিে হইবে ।

অতঃপর নম্নিলখিতি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অঞ্জলত্রিয় সতলি জল, জলাভাবে একবার মাত্র সতলি জল দবিনে, যথা– ওঁ নমঃ অগ্নদিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যহেপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম ।
ভূমৌ দত্তনে তৃপ্যন্তু, তৃপ্তা যান্ত পরাং গতং ।।

বাংলা অনুবাদ– আমার বংশে যে সকল জীব অগ্নদি্বারা দগ্ধ হইয়াছনে, (অর্থাৎ যাঁহাদরে দাহাদি সংস্কার হইয়াছে) এবং যাঁহারা দগ্ধ হন নাই (অর্থাৎ কহেই তাঁহাদরে দাহাদি-সংস্কার কার্য্য করনোই) তাঁহারা তৃপ্ত হউন ও স্বর্গ লাভ করুন ।

Published on: Jan, 14 2023 13:52

ওঁ নমঃ যে বান্ধবা অবান্ধবা বা, যে অন্য জন্মনি বান্ধবাঃ ।
তে তৃপ্তিং অখিলাং যান্ত, যে চ অস্মৎ তোয়-কাঙ্খিণঃ ।।

বাংলা অনুবাদ–যাঁহারা আমাদের বন্ধু ছিলেন, এবং যাঁহারা বন্ধু নহেন, যাঁহারা জন্ম-জন্মান্তরের আমাদিগের বন্ধু ছিলেন, এবং যাঁহারা আমাদের নিকট হইতে জলের প্রতাশা করেন , তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তিলাভ করুন ।

।। ভীষ্ম- তর্পণ।।

ইহা ''পিতৃ- তর্পণের '' পরে করিবেন এবং পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবেন। যথা

ওঁ নমঃ বৈয়াঘ্রপদ্য- গোত্রায়, সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ ।
অপুত্রায় দদাম্যতেৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে ।।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্তরূপে এক অঞ্জলি সতিল- গঙ্গোদক দিবেন এবং পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবেন । যথা ওঁ নমঃ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ , সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
আভিরদ্ভি- রবাপ্নোতু, পুত্র-পৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং ।।

বাংলা অনুবাদ বৈয়াঘ্রপদ্য যাঁহার গোত্র,সাঙ্কৃতি যাঁহার প্রবর, সেই অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মাকে এই জল দিতেছি।
শান্তনু-তনয় বীর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মবর্ম্মা এই জল দ্বারা পুত্র-পৌত্রচিত তর্পণাদি-ক্রিয়া-জনিত তৃপ্তি লাভ করুন ।

।। রাম-তর্পণ ।।
সম্পূর্ণ তর্পণে অশক্ত হইলে , এই তর্পণ করিতে হয় । বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র এই মন্ত্রে তর্পণ করিতেন ।
তিনিবার জল দিবেন, গঙ্গাজলে তর্পণ করিলে তোয়েন স্থলে গঙ্গোদকং বলিবেন । এর পরে এই মন্ত্র

ওঁ নমঃ আ-ব্রহ্মভুবনাল্লোকা, দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ ,
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে , মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ ।
অতীত-কুলকোটীনাং, সপ্তদ্বীপ-নিবাসিনাং ।
ময়া দত্তেন তোয়েন, তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং ।।

বাংলা অনুবাদ– ব্রহ্মলোক অবধি যাবতীয় লোক সমীপে অবস্থিতি জীবগণ , (যক্ষ, নাগাদি) , দেবগণ, (ব্রহ্মা , বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি) , ঋষিগণ (মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাদি), পিতৃগণ (দিব্য- পিতৃগণ অর্থাৎ অগ্নিষ্বাত্তাদি), মনুষ্যগণ (সনক, সনন্দ প্রভৃতি), পিতৃ-পিতামহাদি এবং মাতামহাদি সকলে তৃপ্ত হউন ।
আমার কেবল এক জন্মের নহে এবং কেবল আমারও নহে , আমার বহুকোটিকুল, বহু জন্মান্তরে গত হইয়াছেন, সেই সেই কুলের পিতৃ-পিতামহাদি, ও সপ্তদ্বীপবাসী (জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, এই সপ্তদ্বীপ) সমুদয় মানবগণের পিতৃ-পিতামহাদি এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থ (স্থাবর-জঙ্গমাদি) আমার প্রদত্ত জলে তৃপ্ত হউক ।

।। লক্ষণ-তর্পণ ।।

রাম-তর্পণেও অশক্ত হইলে সকলে এই তর্পণ করিবেন, কারণ বনবাসকালে রাম ও সীতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকায় সময়াভাবে, লক্ষণ এই বলিয়া তর্পণ করিতেন । তিনিবার সতিল জল দিলেই হবে ।
বলিতে হবে ওঁ নমঃ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু ।

Published on: Jan, 14 2023 13:52

বাংলা আনুবাদ□ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্ষ্যন্ত জগৎ , জগতের লোকে, স্থাবর জঙ্গমাদি, সকলে তৃপ্ত হউক ।

।। বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদক ।।

স্নানের পরে বস্ত্র নিংড়ানো জল পয়ে দিতে নাই, যেহেতু বস্ত্র নিংড়ানো জলে যাঁহাদের কেহ কোথাও নাই তাঁহাদের তর্পণ করিতে হয়।
যথা□ওঁ নমঃ যে চাস্মাকং কুলে জাতা, অপুত্রা-গোত্রিণো মৃতাঃ ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং, বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদকং ।।
বাংলা অনুবাদ□যাঁহারা আমাদের বংশে জন্মিয়া পুত্রহীন ও বংশহীন হইয়া গত হইয়াছেন, তাঁহারা মদ্দত্ত বস্ত্র-নিংড়ানো জলে তৃপ্ত হউন ।

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জল হইতে তীরে উঠিয়া স্থলে একবার মাত্র বস্ত্র নিংড়ানো জল দিবেন ।
।। পতিস্তুতি ।।
ওঁ নমঃ পতা-স্বর্গঃ পতা-ধর্ম্মঃ, পতিহি পরমং তপঃ ।
পতিরি প্রীতি-মাপন্নে, প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতা ।।
বাংলা অনুবাদ□(স্তুতি) পতিই স্বর্গ, পতিই ধর্ম্ম, পতিই পরম তপস্যা (অর্থাৎ পতি সেবাই তপস্যা) পতি প্রসন্ন হইলে সকল দেবতাই প্রীত হন ।

।। পতিপ্রণাম ।।

ওঁ নমঃ পতিন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ,
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং, বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেষু ।।

বাংলা অনুবাদ□যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, অভীষ্ট-ফলের কামনা করিলে যাঁহারা সকল বাঞ্ছিত-ফল দান করিতে সমর্থ এবং কোন ফলের কামনা না করিলে যাঁহারা মুক্তি প্রদান করেন , সেই পতিগণকে প্রণাম করি ।

।। সূর্য্যার্ঘ্য ।।

সূর্য্যদেবের উদ্দেশে পূর্ব্বদিকে মুখ করে একবার জল দিবেন ।
ওঁ নমো বিস্বতে ব্রহ্মণ, ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে ।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে, ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ।।

বাংলা অনুবাদ– হে পরম ব্রহ্মস্বরূপ সবিত্রিদেব ! আপনি তেজস্বী, দীপ্তিমান ; বিশ্বব্যাপী তেজের আধার, জগতের কর্ত্তা, পবিত্র, কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; আপনাকে প্রণাম করি ।।

।। সূর্য্য-প্রণাম ।।

ওঁ নমঃ জবাকুসুম-সংঙ্কাশং, কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরং ।।
বাংলা অনুবাদ□জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতিশয় দীপ্তিশালী, তমোনাশী, সর্ব্বপাপ নাশকারী দিবাকরকে প্রণাম করি ।।

।। অচ্ছিদ্রাবধারণ ।।

অর্থাৎ যে কর্ম্ম করা হইল, তাহা যে অচ্ছিদ্র অর্থাৎ ছিদ্রহীন, নির্দোষ হইল সেই বিষয়ে অবধারণ করাকে (নিশ্চয় করাকে) অচ্ছিদ্রাবধারণ বলে । সুতরাং করজোড়ে বলিবেন□
ওঁ কৃতৈতৎ তর্পণকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।।

Published on: Jan, 14 2023 13:52

।। বৈগুণ্য-সমাধান ।।

অচ্ছদ্রাবধারণরে পরে বৈগুণ্য-সমাধান করতিে হয় । বামহস্তে সংযুক্ত দক্ষণ হস্তে জল, হরীতকী, কুশ স্পর্শ করধিা (নদীতে তর্পণ করলিে, কবেল জল স্পর্শ করবিনে), তারপরে বলবিনে
বষ্ণিুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক তথিৌ অমুক গৌত্রঃ শ্রী অমুক দবেশর্ম্মা কৃতহেহস্মনি্ তর্পণকর্ম্মণষিদ্বগৈুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবষ্ণিু স্মরণষ্মহং করষ্যিে । এরপরে নচিরে মন্ত্র দশবার জপ করবনে-

ওঁ তদ্ বষ্ণিোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ । দবীব চক্ষুরাততং । ওঁ বষ্ণিুঃ , ওঁ বষ্ণিুঃ , ওঁ বষ্ণিুঃ বলধিা দশবার জপ করবিনে ।

Published on: Jan, 14 2023 13:52